আনাতোলি মিতিয়ায়েভ

গ্রিশকা ও মহাকাশচারী

'রাদুগা' প্রকাশন • মস্কো

আনাতোলি মিতিয়ায়েভ

গ্রিশকা ও মহাকাশচারী

অনুবাদক অরুণ সোম

ছবি এঁকেছেন ইউরি মোলোকানভ

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

খুনসুটে গ্রিশকা

পৃথিবী নামে গ্রহে একটা দেশ আছে, সেই দেশে আছে এক শহর, সেই শহরে বাস করত এক ছেলে — নাম তার গ্রিশকা। সে ছিল দুরন্ত আর মারপিটে ওস্তাদ — তার মতো এত খারাপ পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। বড়দের কথা শুনত না, ছোটদের পেছনে লাগত। এই জন্যই কেউ তাকে ভালো নামে ডাকত না, এমন কি তার যে ডাকনাম গ্রিশা সেই নামেও ডাকত না, মুখ বাঁকিয়ে বলত গ্রিশকা।

একবার গ্রিশকা উঠোনে বেরিয়ে আসতে দেখে মারিনা নামে একটা মেয়ে তিন-চাকার সাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রিশকা অমনি মারিনাকে সাইকেল থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, নিজে তাতে চেপে বসে রাস্তার জল-কাদার ওপর দিয়ে ছুটিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, চারধারে অনেক জল জমেছে। গ্রিশকা সাইকেল হাঁকায় — সমানে জল-কাদা ছেটে। তার বেশ লাগছিল, সে গান ধরল:

'গ্রিশকার হাতে খেলে মার,
নির্ঘাত ঢিবি হবে বার!
নির্ঘাত ঢিবি হবে বার,
গ্রিশকার হাতে খেলে মার!'

এই ভাবে গ্রিশকা আগে-পিছে সাইকেল চালাতে থাকে, গান গেয়ে চলে — তার সে গানের না আছে শুরু, না আছে শেষ। শেষকালে সাইকেল চড়ার আর গান গাইবার শখ

মিটে গেলে সাইকেলটাকে সে রেখে দিল রাস্তার জল-কাদার মাঝখানে। দুরন্ত ছেলের আর কী! ওর পায়ে গামবুট! জল-কাদা থেকে সে উঠে এলো শুকনো জায়গায়, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কী করে মারিনা তার জুতো পায়ে জলে নামে সাইকেলটা নিতে।

জল-কাদায় জুতো নষ্ট করার ইচ্ছে মারিনার ছিল না। সে নিয়ে এলো একটা ইট, তারপর একটা ছোট তক্তা, ছোটখাটো একটা সাঁকো তৈরি করার জন্য। কিন্তু মারিনা যেই সাঁকো করে ফেলল অমনি গ্রিশকা সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে রাখল পাশের আরেকটা জল-কাদা জমা জায়গায়।

মারিনার মনে বড় দুঃখ হল, সে কেঁদে ফেলল, তা দেখে গ্রিশকার মুখে হাসি আর ধরে না। ঠিক সেই সময় পড়শী-বাড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে এলো ভানিয়া নামে একটি ছেলে। গ্রিশকাকে ঘাড়ে ধরে সে বলল:

'যা ত, ভালোয়-ভালোয় এক্ষুনি সাইকেলটা নিয়ে আয়! পালানোর কথা মনেও আনবি না, ধরে ফেলব — আরও খারাপ হবে।'

ভানিয়া মাথায় ছিল গ্রিশকার সমান, বয়সেও তার চেয়ে বড় ছিল না, কিন্তু গ্রিশকা ভয় পেয়ে গেল, কোন উচ্চবাচ্য না করে জল-কাদার মধ্যে গিয়ে নামল।

গ্রিশকা যখন বশ মেনে নিয়ে মারিনাকে সাইকেল দিতে গেল, তখন এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা সবাই ছুটে এলো। ওরা ছিল ঠিক বিশজন। আর বিশটা মেয়েই আহ্লাদে খিলখিল করে হাসতে লাগল — খুনসুটেটা শাস্তি পেয়েছে! শুধু খিলখিল হাসিই নয়, তারা আঙুল দিয়ে গ্রিশকাকে দেখাতে লাগল, বানরের মতো ভেংচি কাটল তাকে দেখিয়ে।

লজ্জায় দুঃখে গ্রিশকা এক ছুটে চিলেকোঠায় চলে গেল, অনেকক্ষণ সেখানে বসে রইল। সে বসে বসে ভাবতে লাগল কী করে মারিনার সমর্থক এই ছেলেটার ওপরে শোধ নেওয়া যায়।

'ওকে এমন একটা ল্যাং মারব যাতে ধপ করে গিয়ে পড়ে রাস্তার জল-কাদার মধ্যে আর পড়ার সময় জলের ছিটে বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে ওঠে!

'নয়ত ও লিফ্‌টে ওঠার সময় তক্কে তক্কে থাকতে হয়, তখন লিফ্‌টটা বেকল করে দিতে হয় যাতে সারা সপ্তাহ লিফ্‌টের ভেতরে আটকা পড়ে থাকে।

'না, তার চেয়েও ভালো হয় পাশের বাড়ির আলসেশিয়ান কুকুরটাকে লাগিয়ে দিলে যাতে ওকে আছড়ে মাটিতে ফেলে দেয়, যেমন করে ফেলে দেয় সীমান্ত পেরিয়ে আসা গুন্ডা-বদমাশদের, আর এই সময় কুকুরটা যেন সামনের দুটো থাবা ওর বুকের ওপর রাখে।'

গ্রিশকার মাথায় একটির চেয়ে আরও বেশি ভয়ঙ্কর এককেটি ছবি খেলে যেতে লাগল। কিন্তু শিগ্‌গিরই তাকে মনে মনে মানতে হল যে এমন মাথা খাটিয়ে বার করা চমৎকার চমৎকার উপায়গুলোর কোনটাই কাজে লাগানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। পড়শীদের কুকুরটা কখনই — এমন কি এক টুকরো মাংসের লোভেও — তার বশে আসবে না! লিফ্‌ট বেকল করে দিলে সবচেয়ে খারাপ হবে গ্রিশকার নিজেরই — সে থাকে সেই ওপরের তলায়। ভানিয়াকে ল্যাং মারার জন্য পা অবশ্যই বাড়িয়ে দেয়া যায়, কিন্তু তাতে গ্রিশকারই কাদাজলে স্নান করার সম্ভাবনা বেশি। মোটকথা, তার শত্রুটা বড় বেশি চটপটে। ধর গ্রিশকা যদি পালোয়ান হত! তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তাহলে সে একচোট দেখিয়ে দিতে পারত!..

মহাকাশচারীর কাছে গ্রিশকা

গ্রিশকা যে শহরে বাস করত সেই একই শহরে, একই রাস্তার ওপর বাস করত এক মহাকাশচারী। সব মহাকাশচারীর মতো সেও ছিল ভালোমানুষ। কাউকে সাহায্য করতে বা ভালো পরামর্শ দিতে সে অস্বীকার করেছে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। শহরের ছেলেপুলেরা তার মুখের গল্প শোনার ইচ্ছে হলে, বাতাসা দিয়ে চা খাওয়ার কিংবা স্রেফ চৌকো সাজানো খেলার ইচ্ছে হলে তার কাছে আসত। তাছাড়া বিছানায় শোয়ামাত্র কী করে ঘুমিয়ে পড়া যায় তাও সে ছেলেপুলেদের শেখাত। কিছু কিছু বাচ্চা আছে যারা খাটের ভেতরে ছটফট করে, ঘ্যানঘ্যান করে, রূপকথা বলার আবদার ধরে — কিছুতেই ঘুমোতে পারে না। কিন্তু মহাকাশচারী যখন মহাকাশযানে, তখন পৃথিবী থেকে ঘুমিয়ে পড়ার নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়ে। এই বিদ্যাই সে শেখাত ছেলেপুলেদের।

'মহাকাশচারী সব করতে পারে,' চিলেকোঠায় বসে বসে মনে মনে ভাবল গ্রিশকা। 'চাই কি আমাকে পালোয়ানও করে দিতে পারে। একবার গিয়েই দেখি না ওর কাছে।'

এই ভেবে গ্রিশকা গেল মহাকাশচারীর কাছে। গ্রিশকাকে মহাকাশচারী তার অফিস-কামরায় এনে আরামের চেয়ারে বসতে দিল, জিজ্ঞেস করল:

'আমার কাছে কী মনে করে, গ্রিশা? একটু চা খাবে কি, নাকি আমার মেডেল-টেডেলগুলো দেখতে চাও, হাত দিয়ে ছুঁতে চাও? চায়ের জল এখুনি গরম বসাচ্ছি, আর মেডেলগুলো আছে এই এখানে, আমার টেবিলের দেরাজের ভেতরে। নাকি অন্য কোন মতলব আছে তোমার মনে?'

গ্রিশকা সবগুলো মেডেল দেখল, একে একে প্রত্যেকটি মেডেল আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল, আমতা আমতা করতে লাগল।

'অন্য একটা কাজে এসেছি আমি,' সাহসে ভর করে বিড়বিড় করে বলল সে। 'লোকে বলে যে আপনি নাকি সব করতে পারেন। এটা কি সত্যি?'

'সত্যি,' মহাকাশচারী জবাব দিল।

'তাহলে আমাকে পালোয়ান করে দিন,' খুশি হয়ে বলল গ্রিশকা। 'এমন পালোয়ান করে দিন যেন... যেন দস্তুরমতো সাঙ্ঘাতিক হতে পারি!'

'ভালো কথা। আমি তোমাকে সাহায্য করব,' রাজী হয়ে বলল মহাকাশচারী। 'কিন্তু আমাকে বল দেখি সাঙ্ঘাতিক রকমের পালোয়ান হওয়ার এমন সাধ হল কেন তোমার?'

এই প্রশ্নে গ্রিশকা ঘাবড়ে গেল। তার শিরদাঁড়াটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। কিন্তু সত্যি কথা বলা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

'ভানিয়াকে মার দিতে চাই। ও আমাকে মেয়েদের সকলের সামনে লজ্জা দিয়েছে। মেয়েরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, বাঁদরের মতো মুখ ভেঙ্চেছে।'

'সবই বুঝলাম,' বিষণ্ণ সুরে বলল মহাকাশচারী। 'সবই ত বুঝলাম... কিন্তু মারকুটেদের আমি পছন্দ করি না। কিন্তু আমি এক কথার মানুষ। কথা যখন দিয়েছি যে তোমাকে পালোয়ান করে দেব, তখন দেবই। এই হল মহাকাশ বিমানঘাঁটির পাস্। আমার মহাকাশযানটা নিয়ে গিয়ে শক্তির খোঁজে চাঁদে পাড়ি জমাও। যদি সেই শক্তিও কম বলে মনে হয় তাহলে কাছের কোন গ্রহাণুতে যেতে পার। দেখো, মহাকাশে আবার পথ ভুল করে বসো না। এই রইল তোমার ম্যাপ — এতে রুট আঁকা আছে। কেবল মনে রেখো, চাঁদের দুপাশে আরও দুটি চাঁদ আছে। তারা বড় বড়, পৃথিবীর সমান। কিন্তু তাদের দেখা যায় না এই জন্যে যে তারা হল ধুলোয় তৈরি। ধুলোর চাঁদে কিছু করার নেই।'

'কিছু করার নেই কেন বলছেন?' গ্রিশকা জিজ্ঞেস করল। 'মহাকাশযানটার গায়ে ধুলো লাগবে বলে বুঝি আপনার ভয় হচ্ছে? আমি কিন্তু ফিরে এসে পরিষ্কার করে দেব।'

'কথাটা তা নয়,' মহাকাশচারী হাসতে হাসতে বলল। 'ওরকম চাঁদের ভেতর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে উড়ে গেলেও তাকে মোটেও লক্ষ করতে পারবে না। তাই বলি কি, মিছিমিছি রকেটের জ্বালানি খরচ করো না। আচ্ছা, তোমার যাত্রা শুভ হোক!'

СССР

পৃথিবী থেকে গ্রিশকার যাত্রা

গ্রিশকার এত আনন্দ হল যে সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল মহাকাশ বিমানঘাঁটিতে, তার কেবলই ভয় হচ্ছিল এই বুঝি মহাকাশচারী তার মত পালটে ফেলে, পাস্‌টা কেড়ে নেয়, শুধু তা-ই নয়, দুরন্তপনার জন্য তাকে কষে গালাগালও দিয়ে বসতে পারে! কিন্তু না, পথে গ্রিশকাকে কেউ পিছু ডাকল না, তাছাড়া মহাকাশ বিমানঘাঁটির কর্মচারীরা তাকে খুব খাতির করল। তারা গ্রিশকাকে মহাকাশযাত্রার পোশাক পরতে সাহায্য করল, তাকে মহাকাশযানে বসিয়ে দিল এবং যেমন চল আছে সেই মতো ভালোয় ভালোয় প্রত্যাবর্তন ও নিরাপদ অবতরণ কামনা করল।

ইঞ্জিনগুলো কাজ শুরু করে দিল। কংক্রিট প্যাড থেকে রকেট আলাদা হয়ে বেরিয়ে গিয়ে পৃথিবীর ওপর দিকে উঠতে লাগল। পোর্টহোল-জানলার বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল অশ্বত্থ গাছের মাথা, মাথার ওপরকার কাকের বাসা। 'প্রথম তলাটা পেরিয়ে গেলাম,' গ্রিশকা মনে মনে হিসাব করে বলল।

আকাশের দ্বিতীয় তলায় উড়ে চলেছে এক ঝাঁক চাতক পাখি। এই পাখিরা ওড়ে অনেক উঁচুতে, কিন্তু তারাও দেখতে দেখতে নীচে পড়ে রইল।

তিন তলায় ছড়িয়ে ছিল নীল মেঘের চাদর। তার ভেতর থেকে ঝরে পড়ছিল বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যে রকেটকে বেশিক্ষণ উড়তে হল না। দেখতে দেখতে জানলার পাশে শুরু হয়ে গেল তুষারকণার ঘূর্ণি। খাঁটি বরফঝড়! এই তাহলে ব্যাপার! বৃষ্টি শুরু হয় বরফ দিয়ে। মেঘের ঠিক নীচটায় কনকনে হিম। কেবল পৃথিবীর একেবারে কাছাকাছি গরম বাতাসের ভেতরে এসে বরফের স্ফটিক দানাগুলো গলতে থাকে, গলতে গলতে হয়ে যায় ফোঁটা ফোঁটা জল।

রকেট যখন মেঘের ঠিক মাঝখানটায় ছিল তখন মহাকাশযানের কেবিন উজ্জ্বল নীল আলোয় ভরে গেল। এটা হল বিদ্যুৎ — সামান্য দূরে ঝলক দিচ্ছে। কিন্তু বাজের আওয়াজ গ্রিশকা শুনতে পেল না — রকেটের ইঞ্জিন বাজের কড়কড় আওয়াজের চেয়ে বেশি জোরে ঘর্ঘর করছিল।

এবারে মেঘও নীচে রয়ে গেল। মেঘ ঝুলছিল পৃথিবীর ওপরে, যেন একটা সাদা কম্বল। তাছাড়া তাকে তুষারের স্তূপে ঢাকা শীতকালের মাঠের মতোও দেখাচ্ছিল। এমন কি গ্রিশকার এমনও মনে হচ্ছিল সাদা স্তূপটার ওধার থেকে যখন তখন একদল লোক স্কি করতে করতে চলে আসতে পারে। কিংবা ছুটে আসতে পারে স্লেজে জোতা ঘোড়া।

এটা অবশ্য ঘটার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে আকাশের চতুর্থ তলায়, মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল একটা বড় জেট প্লেন। গ্রিশকা সেটার দিকে হাত নাড়াল। প্লেনটাও

অশ্বত্থ গাছগুলোর মতো, পাখির ঝাঁক আর মেঘের মতোই পড়ে রইল নীচে।

এদিকে ওপরে কিরণ দিচ্ছিল সূর্য। কোন বাধা তার নেই, কিছুই তাকে আড়াল করতে পারছে না এখন, কেননা এবারে শুরু হয়ে গেছে মহাকাশ। কেবল সূর্যের একপাশে চোখে পড়ল চাঁদের ফেকাসে হলুদ চাকা। এই চাকার মাঝখানে লক্ষ করে চলল গ্রিশকার রকেট।

মহাকাশযান পৃথিবী থেকে যত দূরে সরে যেতে লাগল আকাশও হয়ে উঠতে লাগল তত অন্ধকার। শেষকালে আকাশ হয়ে গেল ঘুটঘুটে কালো, ঝুলকালি বা জুতো-পালিশের মতো। কালো আকাশের বুকে দূরের তারাগুলো দারুণ জ্বলজ্বলে হয়ে ঝলক দিতে লাগল।

গ্রিশকা পেছন ফিরে তাকাল। পৃথিবীটা ছোট হতে হতে হয়ে গেছে একটা ফিকে নীল রঙের বল্-এর সমান। দূরের নীল পৃথিবীর দিকে তাকাতে গ্রিশকার মন ভার হয়ে গেল। এই মুহূর্তে কেউ যদি তার পাশে থাকত তাহলে তাকে মমতা না দেখিয়ে পারত না।
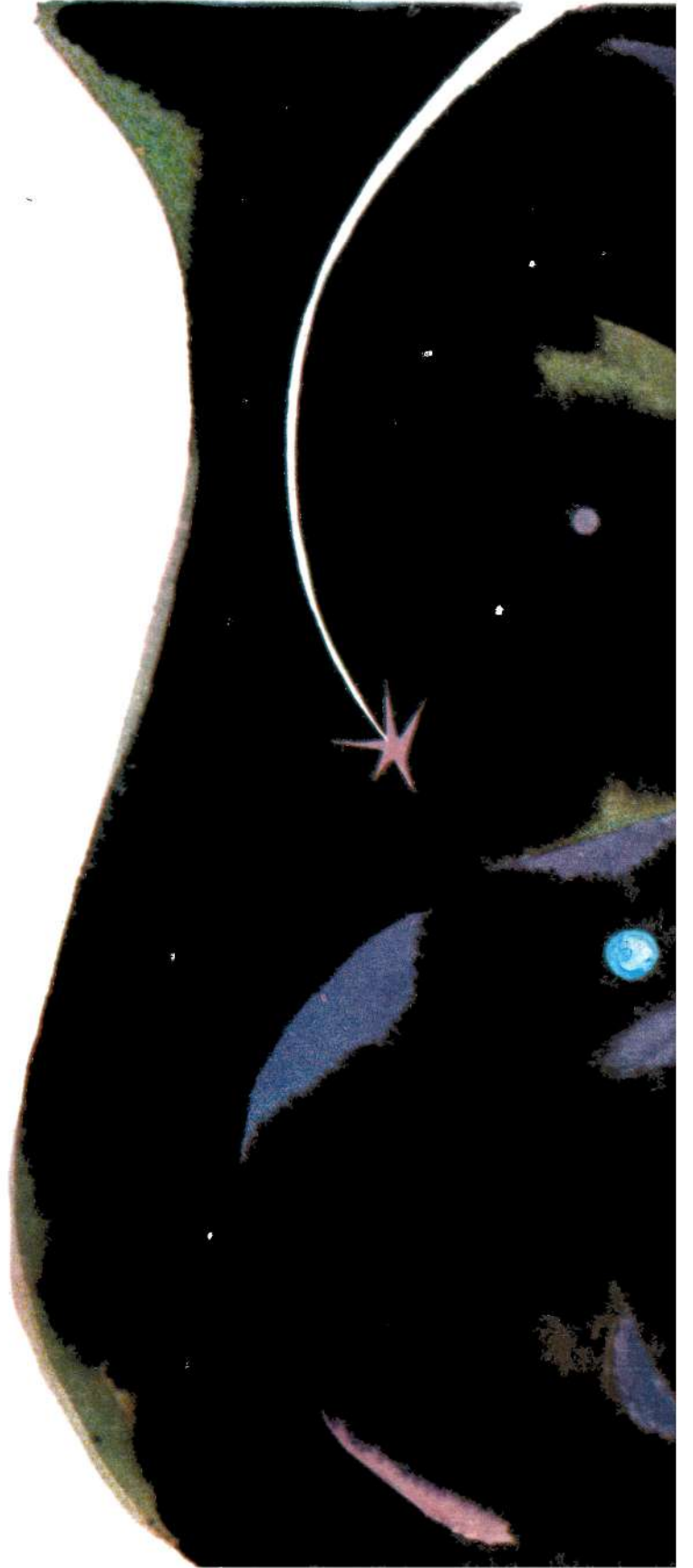
চাঁদের বুকে গ্রিশকা

গ্রিশকা জানলার গায়ে নাক ঠেকিয়ে ওপর থেকে চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করল। তার বুকে না আছে কোন নদী, না আছে কোন হ্রদ, না কোন উপবন, এমন কি একটা গাছও নেই — ধু-ধু করছে ছাই-ছাই হলদেটে সমভূমি, আর সমভূমির ওপরে পাহাড়। পৃথিবীতে পাহাড় থাকে সারি বেঁধে, কিন্তু চাঁদের বুকে তারা রয়েছে চক্রাকারে, যেন কোন মন-মাতানো কথা শোনার জন্য সকলে গোল হয়ে জমায়েত হয়েছে এক জায়গায়।

চাঁদের পাহাড়গুলোকে গ্রিশকার মনে হচ্ছিল তাদের বাড়ির উঠোনটার মতো: সেখানে এই রকম গোল হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েরা, নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছিল, হি-হি করে হাসছিল তাকে নিয়ে। সেই সময় গ্রিশকা তাদের বেশ করে দেখে নিয়েছিল চিলেকোঠা থেকে। 'বেশ, বেশ,' গ্রিশকা মনে মনে ভাবল। 'আমি তোদের দেখে নেব, হাসি বেরিয়ে যাবে তোদের, এমন মজা টের পাইয়ে দেব...'

আমাদের জানা আছে যে গ্রিশকা সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক ধরনের প্রতিহিংসা মাথা খাটিয়ে বার করতে ভালোবাসে। কিন্তু এবারে সে কিছু ভেবে বার করার অবকাশ পেল না: রকেট চাঁদে নেমে গেছে, তাকে এখন বেরোতে হয়। গ্রিশকা যেই চাঁদের মাটিতে পা ফেলেছে অমনি সে পা হড়কে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল। গ্রিশকা বিন্দুমাত্র চোট পেল না, সে লক্ষ করল যে পড়লও যেন কেমন ধীরে ধীরে। একবার পৃথিবীতে থাকতে গ্রিশকা ফুটপাথের জমাট পেছল বরফের ওপর দিয়ে মজা করে পা হড়কে হড়কে চলছিল।
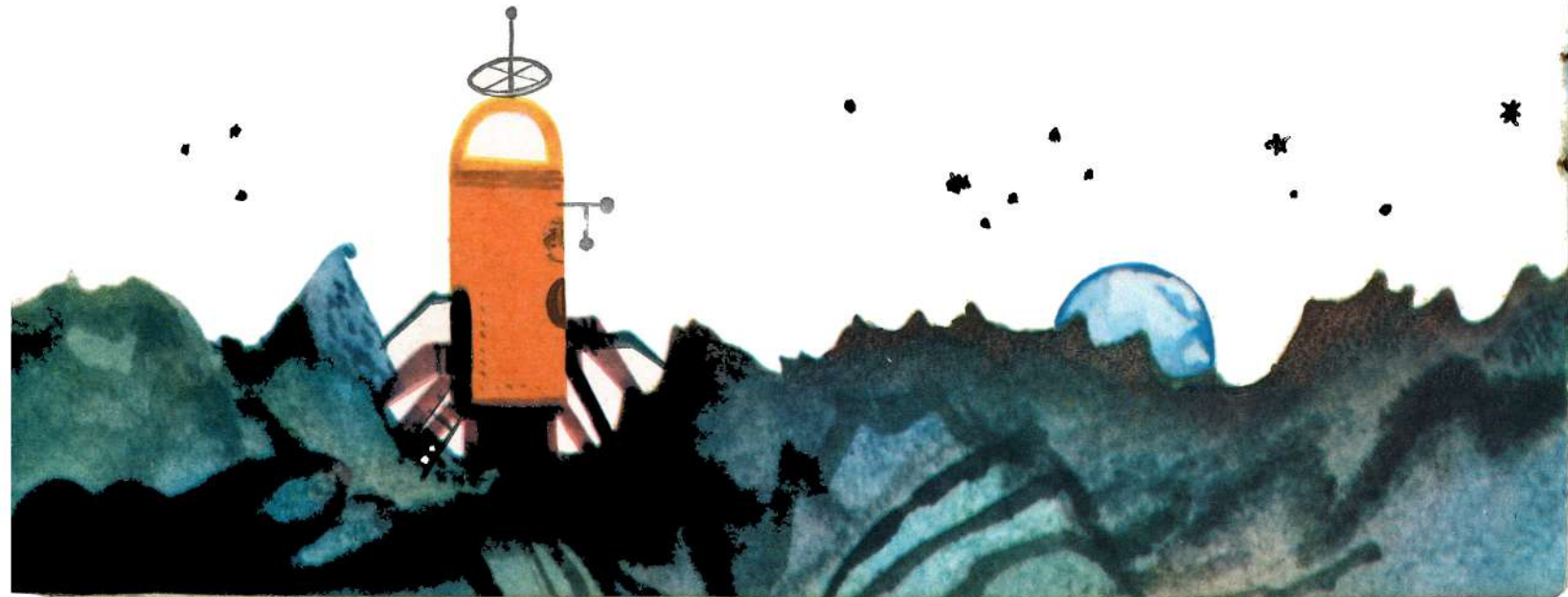
সেখানে সে দড়াম্ করে আছাড় খেয়ে পড়েছিল বটে! এমন পড়াই পড়েছিল যে মাথার ভেতরটা ঝনঝন করে ওঠে। অথচ চাঁদে দেখা যাচ্ছে পড়ে গেলে মোটেই ব্যথা লাগে না, বরং বলা যেতে পারে, ভালোই লাগে।

গ্রিশকা ফিরে উপুড় হয়ে নাকের সামনে যে দৃশ্য দেখতে পেল তা ভালোমতো লক্ষ করতে লাগল। সে দেখতে পেল চারপাশে সর্বত্র পুঁতির আকারের ছোট ছোট কাচ ছড়ানো। এগুলোই তার জুতোর সোলের নীচে পড়ে গড়ায় আর এতেই চাঁদ হয়েছে পেছল।

'কারা এখানে ওগুলো ছড়াল?' গ্রিশকা মনে মনে ভাবল। 'আরেকটু সাবধানে চলা দরকার দেখছি।'

কিন্তু গ্রিশকা শিগগিরই সাবধান হওয়ার কথা ভুলে গেল। সে আবিষ্কার করল তার এত দূরে আর এত উঁচুতে লাফানোর ক্ষমতা দেখা দিয়েছে যে পৃথিবীতে সেরা সেরা চ্যাম্পিয়নের পক্ষেও তেমন লাফানো সম্ভব নয়। গ্রিশকা অনায়াসে লাফ দিয়ে পার হল বেজায় চওড়া চওড়া গর্ত, লাফিয়ে উঠে গেল উঁচু উঁচু পাথরের চাঙড়ার ওপরে এবং... লাফাতে লাফাতে হয়রান হয়ে গেল। একবার একটা লাফ দেওয়ার পর সে গিয়ে পড়ল এক ফাটলের মধ্যে। ফাটলটা, সৌভাগ্যবশত, তেমন গভীর ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তোরঙ্গের সমান বিশাল একটা পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। পাথরটা গড়িয়ে পড়ে ফাটল বন্ধ করে দিল, গ্রিশকাও আটকা পড়ে গেল ফাটলের ভেতরে।

গ্রিশকা গুটিসুটি মেরে ফাটলের মধ্যে বসে রইল। তার মাথায় আসতে লাগল যত রাজ্যের বিষণ্ণ চিন্তা। তার মনে পড়ে গেল মা-বাবার কথা — তাঁদের সে বলেও নি কোথায় যাচ্ছে। তাছাড়া এ কথাও ভাবল যে মহাকাশচারীকে তার রকেটটা এখন আর

সে ফেরত দিতে পারছে না।

বেকায়দায় বসে থাকার ফলে গ্রিশকার পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেল। সে পাদুটো সামান্য টানটান করার চেষ্টা করল। তাকে জুতো পায়ে ফাটলের তলায় আর হেলমেট-পরা মাথা দিয়ে পাথরে ঠেলা দিতে হল। আর কী আশ্চর্য কাণ্ড! পাথর ধীরে ধীরে সামান্য উঠে গেল। তা দেখে গ্রিশকা দুহাতে ঠেলা মারতে পাথরটা একপাশে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল! ওঃ ছোট্ট ছেলে গ্রিশকার সে কী আনন্দ! ফের সে ছাড়া পেয়েছে! শুধু তা-ই নয়, পালোয়ানও হয়েছে সে। না, মহাকাশচারী তাকে ঠকায় নি। কথা রেখেছে!

গ্রিশকা হতচ্ছাড়া চাঁদের পাথরের চাঁইটা গড়াতে লেগে গেল। ওটাকে সে গড়াতে লাগল একটা খালি পিপের মতো, এতে তার একটুও পরিশ্রম হল না।

এমন সময় একটা পাথর — উল্কাপিণ্ড, মহাকাশ থেকে উড়ে এসে গ্রিশকার নাকের সামনে চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়ল। পাথরটা এত জোরে আছড়ে পড়ল যে মুহূর্তের মধ্যে মাটি গরম হয়ে উঠল, টগবগ করতে লাগল ফুটন্ত জলের মতো। এমন কি বাষ্পের ধারা পর্যন্ত উঠল ওপরের দিকে।

গ্রিশকা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল। উল্কাপিণ্ডটা যদি তার পোশাকে এসে লাগত তাহলে বিপদ থেকে পার পাওয়া যেত না। এরকম একটা দুশ্চিন্তা মনে মনে অনুভব করার পর গ্রিশকা যখন নিজেকে সামলে নিচ্ছে সেই সময় তার হেলমেটের গায়ে বৃষ্টির টুপটাপ ফোঁটা পড়ার মতো কিসের যেন আওয়াজ উঠল। বাস্তবিকই এটা ছিল চাঁদের বৃষ্টি। গ্রিশকা দুহাত পাতল, তার হাতে এসে পড়ল এক রাশ কাচের পুঁতি — যে ধরনের পুঁতি ছড়ানো ছিল চাঁদের জমিতে। 'আচ্ছা, এখন বোঝা গেল কোত্থেকে আসে চাঁদের পুঁতি!' গ্রিশকা এবারে অনুমান করতে পারল। পৃথিবীতে জল বাষ্প হয়ে যায়। ওপরে, যেখানে ঠাণ্ডা, সেখানে জলীয় বাষ্প হয়ে যায় বরফের স্ফটিক — ফলে হয় শিলাবৃষ্টি। আর চাঁদে পাথর হয়ে গেছে বাষ্প, ফলে বৃষ্টিও হচ্ছে পাথরকণার। পৃথিবীতে একেকটি মেঘ বিশাল বিশাল, তাই মেঘ থেকে কখন কখন বৃষ্টি হয় এক সপ্তাহ ধরে। কিন্তু এখানে চাঁদের বৃষ্টি চলল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

'চাঁদ ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার,' গ্রিশকা মনে মনে ঠিক করল। 'বলা যায় না, প্রাণটা যেতে পারে। শক্তি আমার হয়েছে। গ্রহাণুতে গিয়ে আরও খানিকটা যোগাড় করা যাবে। তাহলেই ফেরা যাবে বাড়ি।'

গ্রহাণুতে গ্রিশকা

মহাকাশযান গ্রহাণুর কাছাকাছি এগিয়ে এলে গ্রিশকা আশ্চর্য হয়ে যায়: কী ছোট্ট এই গ্রহটা — লম্বায় কিলোমিটার, চওড়ায় আধ কিলোমিটার! আর গোল নয়, দেখতে শশার মতো। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হল এই দেখে যে গ্রহাণুতে দাঁড়িয়ে আছে একটি রকেট। কে আছে ওটার ভেতরে? গ্রিশকা বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা আনন্দের না দুঃখের। 'যা থাকে কপালে,' ভেবে সে পাশে এসে নামল।

গ্রিশকা সিঁড়ি বয়ে মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল। পাশের রকেটের সামনে মহাকাশ-পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক, তার হাতে কুণ্ডলী পাকানো এক রাশ দড়ি। 'দড়িতে ওর কী কাজ?' মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়ে ভাবল গ্রিশকা। 'এটা কেমন যেন ভালো লাগছে না আমার।'

শেষ ধাপের আগের ধাপে এসে গ্রিশকা সিঁড়ি থেকে লাফ দিল। পাদুটো গ্রহাণুর মাটিতে স্পর্শ করা মাত্র সে ছিটকে ওপরে উঠে গেল। গ্রিশকা এমন ভাবে উড়ে গেল যেন সে বাতাসে ফোলানো। সেই মুহূর্তে অচেনা লোকটি ঝট করে হাত উঠিয়ে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে গ্রিশকার পায়ে গলিয়ে দিয়ে টান মারল। গ্রিশকা যখন গ্রহাণুর ওপরে ঝুলছে ততক্ষণে অচেনা লোকটি দড়ির অন্য প্রান্ত বাঁধল গ্রিশকার রকেটের সঙ্গে, তারপর তাকে টেনে আনল নীচে। শেষকালে গ্রহাণুর ওপর পা রাখার পর গ্রিশকা হেলমেটের কাচের ভেতর দিয়ে মুখটা ভালো করে দেখল... আরে, ও যে ভানিয়া!

গ্রিশকা তার ভ্রমণে সবকিছুর জন্যই তৈরি ছিল, কিন্তু এটার জন্য নয়! কেবল পৃথিবীতে তার প্রচুর ক্ষতি করেও ভালো ছেলে ভানিয়ায় আশ মেটে নি দেখা যাচ্ছে, এখন আবার এসে জুটেছে এখানে। তায় আবার ফাঁসদড়ি দিয়ে তাকে ধরেছে! না, এটা গ্রিশকার পক্ষে অসহ্য। সে ভানিয়ার দিকে এগিয়ে এসে তার বুকে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে ভানিয়া এবং গ্রিশকা নিজেও বল-এর মতো একে অন্যের কাছ থেকে ছিটকে গিয়ে পাক খেয়ে ওপরে উঠে ভাসতে লাগল। ভানিয়াও দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল তার নিজের রকেটের সঙ্গে। ফলে ওরা দুজনেই দুটো বেলুনের মতো দড়িতে বাঁধা অবস্থায় দোল খেতে লাগল।

'কী বোকা লোক রে বাবা!' গ্রিশকা তার ইয়ারফোনে শুনতে পেল ভানিয়ার গলা। 'আমাকে মহাকাশচারী এখানে পাঠিয়েছেন। উনি তোকে বলতে ভুলে গেছেন যে তুই যেন বাঁধনছাড়া অবস্থায় গ্রহাণুতে বের না হোস। তুই যখন চাঁদে ছিলি সেই ফাঁকে আমি সরাসরি এখানে চলে এসেছি। তোকে যদি ফাঁসদড়ি দিয়ে না ধরতাম তাহলে এতক্ষণে তুই একা একা মহাশূন্যের বুকে ভেসে বেড়াতি একটা উল্কাপিণ্ডের মতো। পৃথিবীতে
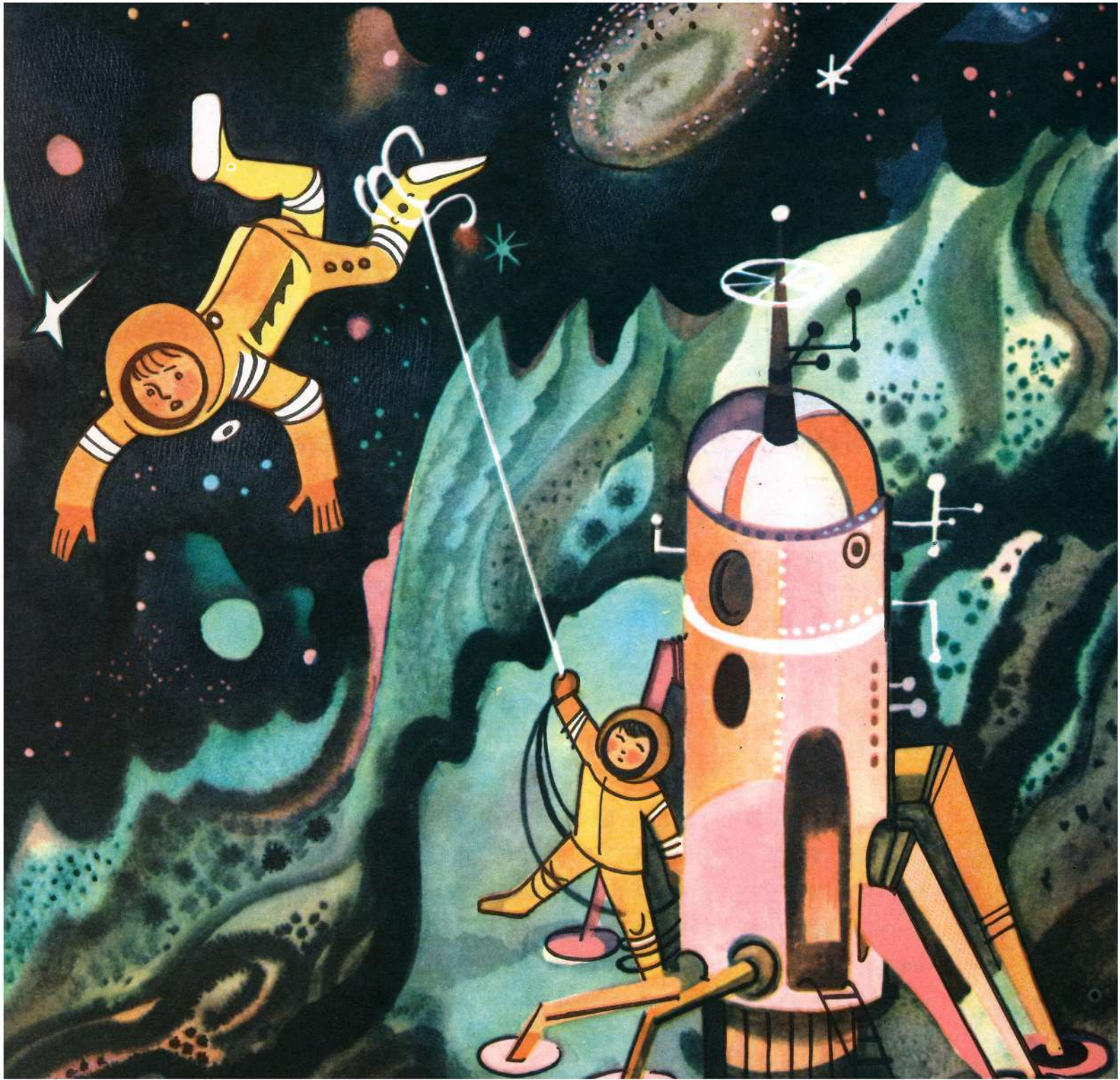
তুই স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে অভ্যস্ত — পৃথিবী বিরাট, তার টানও জোরাল। কিন্তু গ্রহাণু হল একেবারেই ছোট, প্রায় কোন জিনিসকেই সে নিজের গায়ে ধরে রাখতে পারে না। এখানে প্রায় সব জিনিসই ভারহীন। বুঝেছিস? চাঁদেই এটা তোর বোঝা উচিত ছিল। এখন দ্যাখ আমি কী করি, তুই নিজেও তাই কর।'

ভানিয়া দুহাতে দড়ি হাতড়ে হাতড়ে গোটাতে লাগল। সে গ্রহাণুতে নেমে এলো, পাথরের মাঝখানে একটা ফাটল খুঁজে পেয়ে সেখানে তার পা গুঁজে দিল — এই ভাবে সে গ্রহাণুর বুকে নিজেকে শক্ত করে আটকে ফেলল।

গ্রিশকা তখন গ্রহাণুর ওপরে ঝুলছে। জীবনে এই প্রথম সে লজ্জা অনুভব করল। একটা লোক ছুটে এসেছে তার জীবন রক্ষা করার জন্য আর সে, গ্রিশকা, কিনা তাকে মার দেবার মতলব করছিল! আচ্ছা, এটা কি বিচ্ছিরি নয়, বল দেখি?

ছোট্ট গ্রহাণুটার মাথার ওপর ডিগবাজী খেতে খেতে গ্রিশকা এই ভাবে নিজেকে গাল দিল। এদিকে চারপাশে কালো ঘুটঘুট করছে কোটি কোটি সাদা তারায় ছাওয়া মহাবিশ্বের মহাশূন্যদেশ। আর সেই কালিমাখা শূন্যতার বুকে জ্বলছিল সূর্যের গোলা, হলুদ দীপ্তি দিচ্ছিল চাঁদের গোলা আর জ্বলজ্বল করছিল পৃথিবীর নীল গোলাটা।

'তুই ঘুমিয়ে পড়লি নাকি রে?' গ্রিশকা শুনতে পেল চেনা গলার আওয়াজ। 'নেমে আয়, ভলিবল খেলা যাবে।'

গ্রিশকা নেমে এলো, সেও একটা ফাটলের মধ্যে পা গুঁজে দিল, তৈরি হয়ে নিল খেলার জন্য। সত্যি বলতে গেলে কি, এখানে কী করে ভলিবল খেলা যায় সে ধারণা তার ছিল না। তাছাড়া বল্‌ও ত ছাই নেই।

ভানিয়া ইতিমধ্যে বড়সর আলমারির সমান আকারের এক বিশাল পাথরের নীচে গুঁড়ি মেরে নেমে গিয়ে সেটাকে ঠেলে দিল। পাথরটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে ঘুরপাক খেতে খেতে ভেসে এলো গ্রিশকার দিকে।

'পৃথিবীতে যে জিনিসটার ওজন দশ টন এখানে তার ওজন মোটে এক কিলোগ্রাম, তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' রেডিওর সাহায্যে চেঁচিয়ে বলল ভানিয়া।

গ্রিশকা সাহসে ভর করে হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে বলটা পাস করে দিল ভানিয়াকে। দেখার মতো দৃশ্য হল বটে!

শেষকালে ভানিয়া পাথরটাকে ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো করে কষে এক লাথি ঝাড়ল। পাথরটা সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজী খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল মহাকাশে। এবারে উড়ে যাওয়ার পর যে যাত্রা তার শুরু হল তার ফলে সে পৃথিবী, সূর্য আর চাঁদ পার হয়ে, ছোট ছোট গ্রহাণুর মাঝখান দিয়ে চলে যেতে পারে। সে হয়ে গেছে একটা উল্কাপিন্ড। কোন দিন তার যাত্রাপথ পৃথিবীর গতিপথ ছেদ করে গেলেও যেতে পারে। এ ঘটনা যদি রাতের বেলায় ঘটে তাহলে লোকে আকাশের বুকে দেখতে পাবে আগুনের রেখা — বায়ুমণ্ডলের ভেতরে চলে আসার ফলে পাথর গনগনে হয়ে জ্বলেপুড়ে যেতে থাকে — এ হল তারই চিহ্ন।
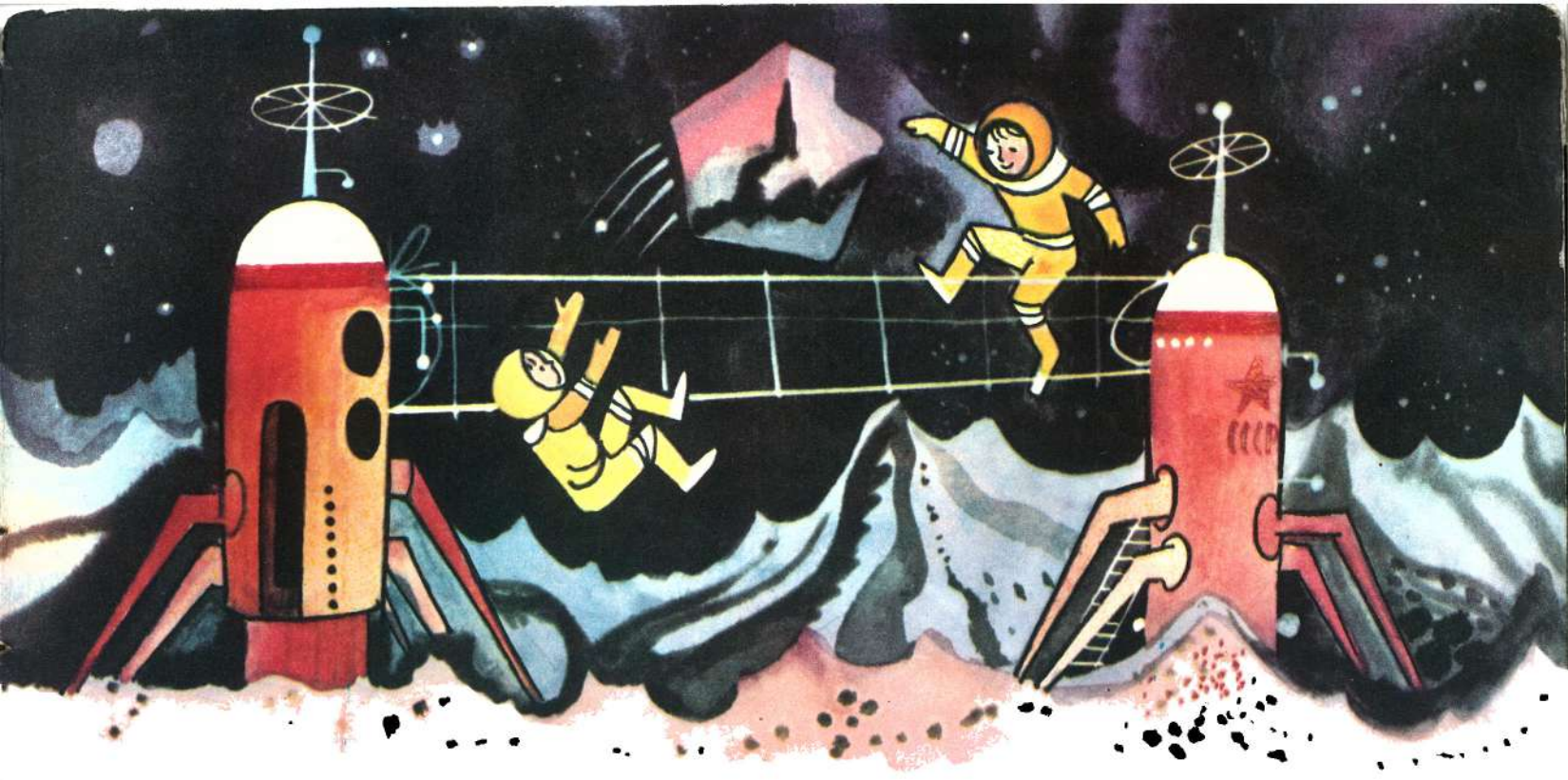
ওদের দুজনের বেশ লাগল এই উল্কাপিণ্ড বানানোর খেলা। তারা মেতে উঠল একের পর এক পাথর ছোঁড়ায়। শেষকালে তারা দুজনে মিলে মহাকাশের মধ্যে ফেলে দিল বাস্-এর আকারের একটা চাঁই।

বাড়িমুখো!

দুটো রকেটই একই সময় গ্রহাণু থেকে স্টার্ট দিয়ে পৃথিবীর পথে যাত্রা করল। তারা চলতে লাগল পাশাপাশি, কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না, কেউ কারও থেকে পিছিয়ে রইল না, ঠিক যেমন ভাবে পৃথিবীতে শহরের ফুটপাথে কিংবা মেঠো পথ দিয়ে পাশাপাশি চলে দুই বন্ধুতে।

রকেট যখন পৃথিবী থেকে অর্ধেক পথ দূরে তখন মহাকাশচারী ওদের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ করল। মহাকাশ যাত্রার এবং চাঁদে ও গ্রহাণুতে তাদের অবতরণের বিবরণ শোনার পর সে জিজ্ঞেস করল তার কাছে ওদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা। গ্রিশকা তখন প্রশ্ন করল।

'গ্রহাণুতে আমার যেমন গায়ের জোর হয়েছিল পৃথিবীতেও কি তেমন থাকবে?' এই ছিল তার প্রশ্ন।

'না,' জবাবে বলল মহাকাশচারী, 'পৃথিবীতে তোমার গায়ের জোর হবে আগের মতোই সাধারণ। ভালোভাবে বাঁচার পক্ষে ওটা যথেষ্ট। তুমি নিজেই এখন জান যে খুব বেশি গায়ের জোর থাকলে অনেক অনেক রকমের ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধন করা যায়। তুমি আর ভানিয়া মিলে পুরো গ্রহাণুটাকে ভেঙেচুরে উল্কাপিন্ড করে ফেলতে পারতে। তোমরা একটা গ্রহকে ধ্বংস করে ফেলতে পারতে তা সে যত ছোটই হোক, আপাতত জনপ্রাণীশূন্যই বা হোক না কেন।'

গ্রিশকা তখন মহাকাশচারীকে বলল, 'ধন্যবাদ!' গ্রিশকার গায়ের জোর আগের মতোই থেকে যাবে বটে, কিন্তু এখন সে জানে কী করে বেঁচে থাকতে হয়।

А. Митяев
КОСМОНАВТ И ГРИШКА
На языке бенгали

A. Mityayev
GRISHKA AND THE ASTRONAUT.
In Bengali

স্কুলের ছোট বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত